মাহবুবুল আলম হানিফ হতে যাচ্ছেন সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য

!

শোকের মাসে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বড় ধরনের কোন সিদ্ধান্ত নেন না। স্বাভাবিকভাবে রুটিন কার্যক্রমগুলো চলে এবং সরকারের পক্ষ থেকেও বড় ধরণের কোন কর্মসূচি বা কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হয়না। শোকের মাস শেষে চলতি মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেশকিছু বড় ধরণের পদক্ষেপ নেবেন বলে সরকারের একাধিক দায়িত্বশীল সূত্র ইঙ্গিত করেছে এবং সেখানে সরকারে একটি বড় ধরণের পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে বলেও আভাস পাওয়া গেছে।

আগামি কাল ১০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাহী কমিটির সভা হওয়ার কথা রয়েছে। সেখানে এ ধরণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার গুঞ্জন রয়েছে। পাশাপাশি দলীয় বেশ কিছু চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত আসতেও পারে বলেও বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে।

মন্ত্রিসভার পাশাপাশি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির শূন্যপদ পূরণের বিষয়ে আলোচনায় আছে। আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মোহাম্মদ নাসিম, সাহারা খাতুন ও কেন্দ্রীয় সদস্য বদরুদ্দিন আহমেদ কামরান মারা যাওয়ায় তিনটি পদ শূন্য হয়েছে। এ ছাড়া আগে থেকেও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে আরও কিছু পদ শূন্য রয়েছে। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফকে সভাপতি মণ্ডলীর সদস্যসহ কয়েকজনকে এ পদে ও কেন্দ্রীয় কমিটিতে রাখা হতে পারে বলে গুঞ্জন চাউড় উঠেছে।

কয়েক মাস ধরে মন্ত্রিসভায় রদবদল হচ্ছে হচ্ছে করেও শেষ পর্যন্ত হয়নি। তবে এখন মন্ত্রিসভার রদবদলের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে বলেই আওয়ামী লীগের একাধিক দায়িত্বশীল সূত্র নিশ্চিত করেছে এবং শেষ পর্যন্ত এটা একটি বড় ধরণের রদবদলে রূপ নিতে পারে বলে একাধিক দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতিমধ্যেই যে সমস্ত মন্ত্রীদের নিয়ে বর্তমান মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন তাদের কার্যক্রম, তারা গত দেড় বছরে কি কি সাফল্য এবং ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়েছেন সেই সম্পর্কে পূর্ণাংগ রিপোর্ট গ্রহণ করেছেন। কিছু কিছু মন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে

সমস্ত অভিযোগ এসেছে সেগুলো প্রধানমন্ত্রী খতিয়ে দেখেছেন। এই সমস্ত পর্যালোনার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে আওয়ামী লীগের একাধিক দায়িত্বশীল সূত্র আভাস দিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে যে, আওয়ামী লীগের ‘বি টিম’কে দিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়েছিল। এবার আওয়ামী লীগ তাদের ‘এ টিম’ কে নামাবে। অন্য একটি সূত্র বলছে যে, এটা আসলে বি টিম নয়। ২০০৯ এর মন্ত্রিসভাটা ছিল আওয়ামী লীগের বি টিম। এবার যে মন্ত্রিসভা হয়েছে তা আসলে আওয়ামী লীগের ‘সি টিম’। এবার আওয়ামী লীগে যে পরিবর্তন হবে তাতে আওয়ামী লীগের যারা যোগ্য, পারফর্ম করতে পারেন এসমস্ত লোকদেরকেই মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তবে এই মন্ত্রিসভার পরিবর্তন কবে বা কিভাবে হবে সে সম্পর্কে এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

গত কিছুদিন ধরেই আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য মতিয়া চৌধুরীকে অত্যন্ত সরব দেখা গেছে, বিশেষ করে করোনা সঙ্কটের সময় তাঁর ভূমিকা দলের ভেতরে এবং দলের নীতিনির্ধারক মহলে প্রশংসিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর কার্যক্রমে খুশী বলে একাধিক শীর্ষ নেতা জানিয়েছেন। মতিয়া চৌধুরী তিন দফা আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ এবং ২০০৮ থেকে টানা ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। কৃষিমন্ত্রী হিসেবে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবথেকে সফল মন্ত্রী হিসেবে ছিলেন এবং এই কারণে মন্ত্রিসভায় তিনি ফিরে আসতে পারেন এমন গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

শুধু বেগম মতিয়া চৌধুরী নয়, আমির হোসেন আমুরও মন্ত্রিসভায় ফিরে আসার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। তবে আসলে তারা মন্ত্রিসভায় ফিরবেন কিনা এই সম্পর্কে নিশ্চিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

আওয়ামী লীগের একাধিক সূত্র বলছে যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৮ এর ৩০ ডিসেম্বরের নির্বাচনের পর একটি আনকোরা মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন। কারণ তখনকার বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। সেসময়ে পুরো দেশ এবং সরকার মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার অর্ধশত বছর উদযাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

টানা তৃতীয় মেয়াদে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধান চিন্তা ছিল মুজিববর্ষ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনকে ঘিরে। এখন করোনা সংক্রমণের শুরুতেই আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারকরা

মনে করছেন যে, যারা কাজ করতে পারবেন, যারা সরকারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন তাঁদেরকে সামনে নিয়ে আসা প্রয়োজন। এই কারণে সাইডলাইনে বসে থাকা হেভিওয়েটদের নিয়ে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভায় পরিবর্তন আনতে চাচ্ছে বলে একাধিক সূত্র আভাস দিয়েছে।

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহর মৃত্যুর পর এই মন্ত্রণালয় এখন মন্ত্রীশূন্য। এ অবস্থায় ধর্ম মন্ত্রণালয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে মন্ত্রী অথবা প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ দেওয়ার বিষয়ে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা চলছে বলে জানা গেছে। এ মন্ত্রণালয়কে ঘিরেই মূলত এ রদবদলের গুঞ্জন ডালপালা ছড়াচ্ছে।

সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, ধর্ম মন্ত্রণালয়ে কাউকে নিয়োগ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী আরও কিছু রদবদল করতে পারেন। সূত্র জানায়, নতুন মুখ হিসেবে ঢাকার একজন বয়োজ্যেষ্ঠ সংসদ সদস্য ও উত্তরাঞ্চল থেকে একজন নতুন মন্ত্রিসভায় যুক্ত হতে পারেন। সাবেক কয়েকজন মন্ত্রী ও জ্যেষ্ঠ নেতার নামও শোনা যাচ্ছে এ তালিকায়। এ ছাড়া কয়েকটি বড় মন্ত্রণালয়ে রদবদল হতে পারে। করোনার সময়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নিয়ে অনেক সমালোচনা হচ্ছে।

এ মন্ত্রণালয়ে একজন প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এর বাইরেও রদবদলের যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আসতে পারে বলে কয়েকটি সূত্র জানিয়েছে। তবে মন্ত্রিসভায় রদবদলের পুরো এখতিয়ার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। তিনি চাইলেই কেবল মন্ত্রিসভায় রদবদল বা নতুন মুখ আসা সম্ভব।

আওয়ামী লীগের একটি সূত্র জানায়, করোনা পরিস্থিতিতে সরকারের অনেক মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মকাণ্ড নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বেশি আলোচিত। এ ছাড়া বর্তমান বৈশি^ক পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কোনো মন্ত্রণালয়েও পরিবর্তনের আভাস আছে। ধর্ম প্রতিমন্ত্রী নিয়োগের সময় অন্য দুয়েকটা মন্ত্রণালয়ে সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তন হতে পারে।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর গত বছর ৬ জানুয়ারি টানা তৃতীয়বারের মতো শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ৪৭ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। যাদের মধ্যে ২৭ জনই প্রথমবারের মতো মন্ত্রিসভায় স্থান পান।

মন্ত্রিসভায় প্রথম পরিবর্তন হয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী মুরাদ

হাসানকে চার মাসের মাথায় তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী করার মধ্য দিয়ে। এরপর ১২ জুলাই ইমরান আহমেদকে প্রতিমন্ত্রী থেকে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ মন্ত্রী এবং ফজিলাতুন নেসাকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নতুন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। সর্বশেষ গত ফেব্রুয়ারি মাসে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিমকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদকে গণপূর্তের প্রতিমন্ত্রী করা হয়। মৎস্য প্রতিমন্ত্রী আশরাফ আলী খানকে সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী করা হয়।

উল্লেখ্য যে, সংবিধান অনুযায়ী মন্ত্রিসভার গঠন এবং এর রদবদল করার একক এখতিয়ার একমাত্র প্রধানমন্ত্রীর। প্রধানমন্ত্রী যখন বিবেচনা করবেন, তখনই তিনি মন্ত্রিসভায় রদবদল করতে বলবেন। তবে সাম্প্রতিক সময়ে আওয়ামী লীগের মধ্যে থেকেই মন্ত্রিসভার রদবদলের জন্যে এক ধরণের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে এবং এই নিয়ে আওয়ামী লীগের মধ্যে গুঞ্জনও কম নেই।

বিএনপিকে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষার আহ্বান কাদেরের

সরকার পরিবর্তন চাইলে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বিএনপির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

তিনি মঙ্গলবার সকালে গাজীপুর থেকে ঢাকা এয়ারপোর্ট পর্যন্ত বাস্তবায়নাধীন বাস র্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনাসভায় এ কথা বলেন।

ওবায়দুল কাদের তার সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সভায় যুক্ত হন।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমেই সরকার পরিবর্তন হয় উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের কোনো পরিস্থিতি দেশে বিরাজমান নেই।

তিনি বলেন, বিএনপি যদি চোরাগলি দিয়ে ক্ষমতার স্বর্ণদুয়ারে পৌঁছবেন বলে ভাবেন, তাহলে তারা বোকার স্বর্গে বাস করছেন।

গণপরিবহনে নির্ধারিত ভাড়ার বিষয়ে কোনো অভিযোগ না থাকলেও স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালিত না হওয়ার অভিযোগের বিষয়ে সেতুমন্ত্রী প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানান।

গণপরিবহনে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় না করার জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানিয়ে মন্ত্রী পরিবহন, মালিক ও শ্রমিকদের পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধির প্রতি কঠোর হওয়ারও আহ্বান জানান।

ওবায়দুল কাদের দেশব্যাপী শর্ত লঙ্ঘনসহ সড়কে শৃঙ্খলা বিধানে বিআরটিএ এবং জেলা প্রশাসনের মোবাইল কোর্টের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশ দেন।

সূত্র- যুগান্তর

কুষ্টিয়া শহর যুবলীগের আহবায়ক কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা

সাংগঠনিক নিষ্ক্রিয়তা ও সংগঠন বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে কুষ্টিয়া শহর যুবলীগের আহবায়ক কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি।

রবিবার বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মো: মাইনুল হোসেন নিখিলের স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ একটি সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল সংগঠন।

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস্ পরশের নির্দেশে সাংগঠনিক নিষ্ক্রিয়তা ও সংগঠন বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার কারণে কুষ্টিয়ার শহর শাখার যুবলীগের আহবায়ক কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হলো।

উল্লেখ্য, গত ১৫ মে, ২০১৭ইং তারিখে কুষ্টিয়া শহর যুবলীগে আশরাফুজ্জামান সুজনকে আহবায়ক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটির অনুমোদন দেয় বাংলাদেশ আওয়ামী যুব লীগের তৎকালীন চেয়ারম্যান মো: ওমর ফারুক চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশীদ।

মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন অসুস্থ

মেেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব জয়নাল আবেদীন হৃদ জনিত কারনে অসুস্থ হয়ে ঢাকার একটি বেসরকারী আজগর আলী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

তিনি গতকাল শনিবার নিজ বাসায় হৃদরোগ জনিত কারণে অসুস্থ হলে দ্রুত তাকে এ্যাম্বুলেন্স যোগে ঢাকা ওয়ারীতে আজগর আলী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন আছেন।

আওয়ামী লীগ সরকারের হজমশক্তি অনেক বেশি: গয়েশ্বর

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেছেন, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের হজমশক্তি অনেক বেশি। যে কারণে

পিলখানা হত্যাসহ হাজারো ঘটনাকে তারা হজম করতে পেরেছে। কিন্তু যৌবনে এই শক্তিকে স্বাভাবিক মনে হলেও পরবর্তী জীবনে এর খেসারত দিতে হয়। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না।

শনিবার (৫ সেপ্টেম্বর) এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। বিএনপি কমিউনিকেশন সেল, বিএনআরসি পরিচালক ও প্রধান সমন্বয়ক সাবেক এমপি জহির উদ্দিন স্বপনের উদ্যোগে আয়োজিত ‘ইতিহাস বিকৃতির অপতৎপরতা রুখতে হবে’ শীর্ষক এ সভার আয়োজন করা হয়।

গয়েশ্বর বলেন, ১৫ আগস্ট রক্তাক্ত ইতিহাসে সুবিধাভোগী হয়েছিল আওয়ামী লীগই। তখনকার ইতিহাসে ওই রক্তাক্ত সিঁড়ি বেয়ে আওয়ামী লীগের মন্ত্রী-এমপিরাই পরবর্তীতে ক্ষমতায় এসেছিলেন। ওই সময়ে জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কর্মকর্তা ছিলেন।

শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর তিনি সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার কথা বলেছিলেন। তিনি কাউকে সমর্থন জানাননি। তিন বাহিনী প্রধান খন্দকার মোশতাকের শপথ অনুষ্ঠানে গেলেও তিনি যাননি। এরপরও বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার রাজনীতিতে তাকে হেয় করার জন্যই ওই ঘটনায় তাকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করছে। ইতিহাস বিকৃতি করছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

মেহেরপুর জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি কেএম লাল মিয়া আর নেই

মেহেরপুরের বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা, মেহেরপুর জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক কে এম আতাউল হাকিম লাল মিয়া ইন্তেকাল করেছেন(ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

তিনি রবিবার সকালে তার নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল (৮৪)। তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র, ৬ কন্যাসহ অসংখ্য

গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

আজ বাদ আসর হোটেল বাজার জামে মসজিদে জানাজার নামাজ শেষে মেহেরপুর পৌর কবর স্থানে তাকে দাফন করা হবে। এর আগে পুলিশের একটি চৌকস দল তার প্রতি রাষ্ট্রীয় সম্মান জানাবেন।

কে এম আতাউল হাকিম লাল মিয়া মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ভারতে কুড়ুলগাছি ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। কে এম আতাউল হাকিম লালমিয়া জীবদ্দশায় মেহেরপুরের ক্রীড়াঙ্গন থেকে শুরু করে মুক্তিযোদ্ধা এবং তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের সেবা করার জন্য বিভিন্নভাবে কাজ করেছেন।

তিনি মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব, জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি, মেহেরপুর হোটেল বাজার জামে মসজিদের সহ-সভাপতি সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

তার মৃত্যুতে বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠন, আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

শাসক নয় জনগনের সেবক হিসেবে কাজ করতে চাই… চেয়ারম্যান প্রার্থী মিরন

শাসক নয় জনগনের সেবক হিসেবে কাজ করতে চাই বলে মন্তব্য করেছেন জেলা পরিষদ সদস্য ইমতিয়াজ আহমেদ মিরন।

শনিবার বিকাল থেকে রাত্রী পর্যন্ত মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি গ্রামে গণসংযোকালে নেতা কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে তিনি এ মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, ছাত্রজীবনেই আওয়ামীলীগের রাজনীতির সাথে সক্রিয় থেকে দলের দুঃসময়ে রাজপথে থেকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন

করেছি। প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন কর্মকান্ড বিশ্বে এখন মডেল হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে। সেই অগ্রযাত্রায় আমিও অংশীদার হয়ে এলাকার উন্নয়ন ও জনগণের পাশে থেকে কাজ করে যাবো।

তিনি ভোটারদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমি আপনাদের সেবা করার সুযোগ চাই। এ লক্ষে আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সকলের দোয়া ও সমর্থন প্রার্থনা করি। উল্লেখ্য: আগামী এপ্রিল/মে মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে।

মেহেরপুরে ছাত্রলীগ নেতার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠান

মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার মেহেরপুর শহীদ ড.সামসুজ্জোহা পার্কে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন এর সহযোগিতায় ও মাসুদ রানার উদ্যোগে ৭ হাজার বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। একই আজ শনিবার মেহেরপুর ও মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ছাত্রলীগের নেতা কর্মীদের হাতে গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়।

সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি আব্দুল বাসেত অভীক, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ সান, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের উপ শিক্ষা ও পাঠচক্র বিষয়ক সম্পাদক হৃদয় খান, সাবেক মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের উপ-প্রচার সম্পাদক ইয়াছিন আরাফাত ফাহিম, সাবেক শিক্ষা ও পাঠচক্র বিষয়ক সম্পাদক সাঈদ রানা, ছাত্রলীগ নেতা রাকিব, মান্না, শাকিল, সবুজ, আহানুর প্রমুখ।

গাংনী যুবদলের সাবেক সভাপতি’র পরিবারকে দলের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান

গাংনী উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে গাংনী উপজেলা যুবদলের সভাপতি ও জেলা বিএনপির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য মরহুম আক্তারুজ্জামান আক্তারের রুহের মাগফিরাত কামনায় স্বরনসভা ও পরিবারের মাঝে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক মাস্টার এর সভাপত্বিতে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি সিরাজুল ইসলাম চেয়ারম্যান, আব্দুল হামিদ, আদনান মাস্টার, জেলা বিএনপির যুগ্ন সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক মোঃ আসাদুজ্জামান বাবলু, বিএনপি নেতা মোঃ আব্দুল্লাহ, জেলা কৃষকদলের সাধারন সম্পাদক ও ধানখোলা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আখের আলী, ষোলটাকা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান।

মহিলা দলের সাধারন সম্পাদক লাইলা আক্তার বানু, উপজেলা মহিলা দলের সাধারন সম্পাদক নাজমা আক্তার, জেলা যুবদলের সহসভাপতি আব্দাল হক, গাংনী যুবদলের আহবায়ক চপল বিশ্বাস সদস্য সচিব মোঃ জাহিদ, গাংনী পৌর যুবদলের আহবায়ক সাইদুল হক, সদস্য সচিব এনামুল হক, পৌর যুবদলের সহ সভাপতি মোঃ জামালউদ্দীন ও জেলা ছাত্রদলের সহ সভাপতি সাজেদুর রহমান বিপ্লব এবং মরহুম আক্তারুজ্জামের ছোট ভাই সুজন উপস্থিত ছিলেন।

সঞ্চালনায় ছিলেন, জেলা যুবদলের সহ সভাপতি আব্দাল হক। সভাপতির বক্তব্য রেজাউল হক মাস্টার জানান, বিএনপির এই দুর্দিনে দল জাভেদ মাসুদ মিল্টনের নেতৃত্বে বিপদগ্রস্থ সকল নেতাকর্মীর পাশে থাকবে। আক্তারুজ্জামানকে বিএনপির নিবেদিত কর্মী ও নেতা উল্লেখ করে তার পরিবারের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন।

তিনি বলেন আজ এই অনুষ্ঠানে জাভেদ মাসুদ মিল্টন আসার কথা থাকলেও পারিবারিক সমস্যার কারনে আসতে পারেননি। কয়েকদিন পর তিনি এসে এই পরিবাবের সাথে দেখা করবেন ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

গাংনী উপজেলা বিএনপি ও বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের সহযোগিতায় আক্তারুজ্জামানের পরিবারকে ২লাখ টাকার আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেন। পরিবারের পক্ষ থেকে সুজন দলের সবাইকে এই পরিবারের পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান ।

চুয়াডাঙ্গায় আ’লীগকর্মীকে কুপিয়ে জখম

চুয়াডাঙ্গায় আলম হোসেন (৩৫) নামের এক আওয়ামী লীগকর্মীকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা।

শুক্রবার রাতে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

এর আগে সন্ধ্যায় জেলা শহরের বেলগাছি রেলগেটের অদূরে একটি চায়ের দোকানের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

আহত আলম হোসেন শহরের বেলগাছি মুসলিমপাড়ার সুরুজ আলীর ছেলে এবং আওয়ামী লীগের কর্মী।

এদিকে, আলম হোসেনকে কুপিয়ে জখম করার ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে রাতেই বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা।

প্রত্যক্ষদর্শী বেলগাছি রেলগেট এলাকার একজন ব্যবসায়ী জানান, সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে পাশের একটি চা দোকানে বসে ছিলেন আলম হোসেন। এ সময় একদল যুবক এসে সেখানেই তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে। উপর্যুপরি কুপিয়ে দুর্বৃত্তরা চলে যায়।

গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে আলম হোসেনকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, আলম হোসেনের হাত-পা, মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে অসংখ্য কোপের চিহ্ন রয়েছে। রাতেই উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

আলম হোসেনের স্বজনরা জানান, আলম হোসেন একজন দিনমজুর মানুষ। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজ করে সংসার চালান। বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা বিএডিসি ফার্মে অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন তিনি।

কয়েক বছর আগেও একই এলাকায় আলম হোসেনকে কুপিয়ে জখম করেছিল সন্ত্রাসীরা। সেই ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে আসামি করে থানায় মামলা করা হয়।